যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৬...

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ঋণ দিচ্ছে ভারত

হামিদ-উজ-জামান

দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ঋণ দিচ্ছে ভারত। এ অর্থে ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে। 'অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২ হাজার ৫৬১ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এর মধ্যে ভারত ঋণ দেবে ২ হাজার ১৮৬ কোটি ১৮ লাখ টাকা এবং সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে ৩৭৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। এরই মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ সমাপ্ত করেছে পরিকল্পনা কমিশন। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটির (একনেক) আগামী বৈঠকে উপস্থাপনের কথা রয়েছে। অনুমোদন পেলে চলতি বছর থেকে ২০২০ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। আবার নতুন করে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, ২৪টি ইমার্জিং টেকনোলজি কোর্সের প্রবর্তন সম্ভব হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এর মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাই অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২ হাজার ৫৬১ কোটি ৯২ লাখ টাকা

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সূত্র জানায়, চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনবল তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কারিগরি খাতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সূত্র জানায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্যদূরীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও শিল্প সংযোগ করা জরুরি। সরকারি পর্যায়ে দেশের মোট ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোকে অবকাঠামো ও ভৌত সুবিধাদির অভাব আছে। এজন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ মোট ২ হাজার ৯৬১ কোটি ২৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চলতি বছর থেকে ২০২০ সালের জুনে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে— ২৪টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট, গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউটে ১০তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ, ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বিদ্যমান ওয়ার্কশপ ভবন ১ এবং ২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ৪৩টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, বিভিন্ন ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বই ও গাড়ি ক্রয় করা হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্র জানায়, ভারতীয় দ্বিতীয় লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি-২) আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। একনেকে অনুমোদন পেলে পরে ঋণ চুক্তির বিষয়ে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। পরিকল্পনা কমিশন জানায়, এরই মধ্যে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ শেষ করা হয়েছে। একনেকে উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে একনেক অনুবিভাগে পাঠানো হয়েছে। শিগগিরই এটি অনুমোদন পাবে বলে আশা করা যায়। এক প্রশ্নের জবাবে সূত্র জানায়, ভারতীয় ঋণের দ্বিতীয় লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।